50

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 MAR 1997 ...
পৃঃ ... ৫ কলাম ... ৭ ...

ফাঁস না হওয়া প্রশ্নপত্র

প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার একটা গুজব ছড়িয়েছিল। গুজবটা বোধ হয় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারেনি। অর্থাৎ মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তার মিল ছিল না। খবরটা আনন্দিত হবার মত কিনা সে বিষয়ে কিন্তু আমরা মনস্থির করতে পারছি না।

গুজব সত্যি হয় না ঠিকই। তবে একেবারে ভিত্তিহীনও বোধ হয় নয়। যা রটে তার সবটা সত্যি না হলেও খানিকটা বিশ্বাস করা যায়। আমাদের দেশে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার বিষয়ে গুজব ছড়াবার কারণ এরকম ঘটনা এখানে ঘটে। যেহেতু প্রশ্নপত্র এখানে ফাঁস হওয়া সম্ভব বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন, তাই ওই বিশ্বাসকে পুঁজি করে কিছুসংখ্যক ধান্দাবাজ ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি অপচেষ্টা চালায়। চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের নামে এখন বিভিন্ন স্থানে ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি চলছে। সোমবার কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি পরীক্ষার যে যে প্রশ্নপত্র বাজারে বিক্রি হয়েছে তার সঙ্গে মূল প্রশ্নের মিল পাওয়া যায়নি। যারা ওই প্রশ্নপত্র কিনেছিল তারা মর্মাহত হয়েছে এবং যারা প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন তারা এখন খুশী হয়ে গর্ব করে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি, সম্ভবত এটাকে আমরা শুভ খবর বলে গ্রহণ করতে পারি। তবে তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়। প্রশ্নপত্র বিক্রি হবার খবরে শিক্ষার্থীরা কেন এত জলদি আকৃষ্ট হয়? অসাধু চক্রই বা কোথা থেকে গজায়? তারা ব্যবসা করার এই পথ কেন বেছে নেয়?

জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে সম্ভবত আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে। নিজস্ব চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়েছে। শিক্ষাঙ্গনকে নানাভাবে কলুষিত করা হয়েছে। এর দায়দায়িত্ব ছাত্র –শিক্ষক–অভিভাবক কেউই হয়ত পুরোপুরি এড়াতে পারবেন না। এই সঙ্গে রয়েছে দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিও। শিক্ষার্থীরা সত্যিকার জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। আর এর থেকে অন্যরা যদি ফায়দা লোটে তাহলে দোষ কার?

শিক্ষাঙ্গনে সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের চেষ্টা করা উচিত। প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঐতিহ্য যদি থাকে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার গুজবে শিক্ষার্থীরা যদি এত উদ্বেলিত হয় তাহলে কুচক্রীরা উৎসাহী হতে পারে বৈকি। শিক্ষা বোর্ডকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কঠোর হাতে সব বিশৃংখলা দূর করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে হবে।